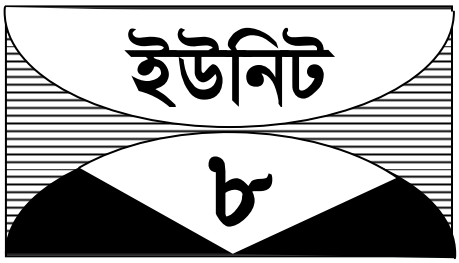

ইউনিট ৮

বণ্টন তত্ত্ব
Theory of Distribution

অর্থনীতিতে বণ্টন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ একটি দেশে সম্পদের প্রাচুর্য যতই থাকুক না কেন যতক্ষন পর্যন্ত সে গুলোকে সুষ্ঠভাবে বন্টন করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথা মানব কল্যানে অবদান রাখতে পারে না। বস্তুতঃ আন্তঃব্যাক্তি, আন্তঃখাতের মধ্যে আয় ও সম্পদের অস্বাভাবিক অসমবণ্টন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে, দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনকে, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। শ্রম ও সম্পদ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত না হয়ে সমরাস্ত্র তৈরী , মাদকদ্রব্য তৈরী ও ক্ষতিকর বিলাসদ্রব্য তৈরীতে ব্যবহৃত হয় । এজন্য সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য। যাহোক আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির সুষম বন্টনের বিষয়টি শুধুমাত্র উপকরণ-মূল্য (Factor Pricing) নির্ধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে। যদিও সুষম বন্টনে এর কার্যকারীতা ইতোমধ্যেই প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। তবুও আধুনিক অর্থনীতিতে উপকরণের মূল্য নির্ধারণ কিভাবে করে থাকে তা অনুধাবনের জন্য অত্র ইউনিটে উপাদানের পরিচয় ও আয় বণ্টন সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

* আয় বন্টনের ধারণা ও বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব
* ভূমির হিস্যা নির্ধারণের ধারণা এবং রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব
* শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ প্রক্রিয়া
* সুদ ও মুনাফার ধারণা

আয় বন্টনের ধারণা ও বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

উদ্দেশ্য
এই পাঠ শেষে আপনি-

- আয় বন্টন সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

আয় বন্টনের ধারণা (Concept of Distribution)

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বন্টন বা কার্যগত বন্টন ব্যবস্থা বলতে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণের (Factors of Production) মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বন্টনকে বুঝায়। উৎপাদন হল উৎপাদনের উপকরণ গুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। সুতরাং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন কোন উপকরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহন করছে এবং কে কতটুকু হিস্যা পাচেছ তার উপরেই নির্ভর করছে বন্টন সুষম হচেছ কি হচ্ছে না? আর এজন্য সুষম বন্টনে সক্ষম এমন একটি বন্টন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা সকল রাজনৈতিক অর্থনীতিরই মূখ্য উদ্দেশ্য। Prof. J.B Clark (১৮৪৭-১৯৩৮) বন্টন সম্পর্কে লিখেন, বন্টনের বিজ্ঞান প্রাথমিকভাবে এটা বলেনা যে একজন মোট আয় হিসেবে কত পেল এবং একজন আর একজন থেকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কত ভাল আছে বরং এটা নিয়ে আলোচনা করে যে, একজন শ্রমিক হিসেবে কত পাচেছ? মূলধন সরবারহকারী হিসেবে কত পাচেছ? এবং উদ্যোক্তা হিসেবে কত পাচ্ছে? ইত্যাদি। তবে বাস্তব ভিত্তিক সুষম বন্টন তখনই অর্জিত হয়েছে বলা যায় যখন প্রত্যেকে তার ন্যার্য্য পাওনা বা হিস্যা পাবে। আধুনিক অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ ধরা হয়েছে চারটি যথাঃ ভূমি ,শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এই চারটি উপকরণের মধ্যে ভূমির মালিক খাজনা পায়, শ্রমিক মজুরি পায়, মূলধন সরবরাহকারী সুদ পায় এবং সংগঠন মুনাফা পায়। অতএব, 'জাতীয় আয় সৃষ্টিতে উৎপাদনের উপাদানগুলোর সক্রিয় অবদান থাকায় তাদের মধ্যে আয় ভাগ করে দেয়াকে 'বণ্টন' বলে। কিন্তু উপাদানগুলোর মধ্যে জাতীয় আয় কিভাবে বণ্টিত হয়, সেটিই আয় বণ্টন তত্ত্বে আলোচনা করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, 'যে তত্ত্বের ভিত্তিতে উপাদানের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টন করা হয় তাকে আয় বণ্টন তত্ত্ব বলে।

বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory)

এই তত্ত্বে উৎপাদনের উপাদানের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে তার পাওনার সম্পর্ক দেখানো হয়। বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীল তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো এই যে, প্রত্যেক উৎপাদনের উপকরণের দাম তার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান হবে এবং উপকরণ গুলোকে এই হিসেবে হিস্যা (Share) দিলে মোট উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হবে এবং বণ্টনও সুষম হবে। উদাহরণস্বরূপ, মনে করি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন (dQ/dL) এবং মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন (dQ/dk) । এখন যদি L সংখ্যক শ্রমিক ও K পরিমান মূলধন উৎপাদনে নিয়োগ করে Q পরিমান উৎপাদন করা হয় এবং শ্রমিক ও মূলধনকে তাদের স্ব স্ব প্রান্তিক উৎপাদন অনুযায়ী হিস্যা দেয়া হয় তাহলে মোট উৎপাদন নিঃশেষ হবে অর্থ্যাৎ dQ/dL (L) + dQ/dk (K) = Q হবে।

অনুমিতিসমূহ (Assumptions) ঃ

(১) উৎপাদনের উপাদানের প্রত্যেক একক সমজাতীয়;
(২) উপাদানগুলো পূর্ণ গতিশীল;
(৩) উপাদান ও পণ্য উভয় বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকবে;
(৪) উপাদানগুলো পূর্ণভাবে বিভাজ্য হবে;
(৫) উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক এবং
(৬) উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা সর্বক্ষেত্রেই সমান।

প্রান্তিক উৎপাদনশীল তত্ত্বটি আলোচনা করার আগে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

(১) প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন (Marginal physical product) ঃ

অন্যান্য উপাদানকে অপরিবর্তিত রেখে কোন উপকরণকে এক একক পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে সেই উপাদানের 'প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন' বলে। ধরা যাক, কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য উপাদান স্থির রেখে যদি ১০ জন শ্রমিকের স্থলে ১১ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হয় এবং উৎপাদন যদি ৫০ কেজির স্থলে ৫৫কেজি হয় তাহলে এ ৫ কেজি হল শ্রমিকের প্রান্তিক বস্তগত উৎপাদন।

(২) প্রান্তিক দাম উৎপাদন (Marginal value product) ঃ

উৎপন্ন দ্রব্যের দাম দিয়ে 'প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনকে গুণ করলে 'প্রান্তিক দাম উৎপাদন' পাওয়া যায়। ধরি , শ্রমিকের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন পাওয়া গেল ৫ কেজি এবং প্রতি কেজির দাম হল ২০ টাকা। এক্ষেত্রে প্রান্তিক দাম উৎপাদনের পরিমান হল =(৫X২০)=১০০ টাকা।

(৩) প্রান্তিক আয় উৎপাদন (Marginal revenue product) ঃ

প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনকে প্রান্তিক আয় দ্বারা গুণ করলে 'প্রান্তিক আয় উৎপাদন' পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায়, অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে কোন একটি উপাদান এক একক বাড়ালে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মোট আয় যে হারে বাড়ে, তাকে 'প্রান্তিক আয় উৎপাদন' বলে।

অর্থাৎ MRP=MPP X MR

প্রান্তিক উৎপাদনশীল তত্ত্বের ব্যাখ্যা

প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের উপাদান সেই পর্যন্ত নিযুক্ত করবে যেখানে তার প্রান্তিক উৎপাদন দামের সমান হয়। যদি উপাদানগুলোর প্রান্তিক উৎপাদন দামের থেকে বেশি হয়, তাহলে উৎপাদনকারী উপাদান নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়াবে। পক্ষান্তরে, যদি উপাদান গুলোর প্রান্তিক উৎপাদন দামের চেয়ে কম হয়, তাহলে উৎপাদনকারী উপাদানের নিয়োগ কমিয়ে উৎপাদন কমাবে। এভাবে কোন উপাদান সেই স্তর পর্যন্ত নিয়োগ করতে হবে যেখানে তার প্রান্তিক উৎপাদন এবং তার জন্য প্রদত্ত মূল্য সমান হয় ।

নিচে রেখাচিত্রের মাধ্যমে আয় বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হলো।

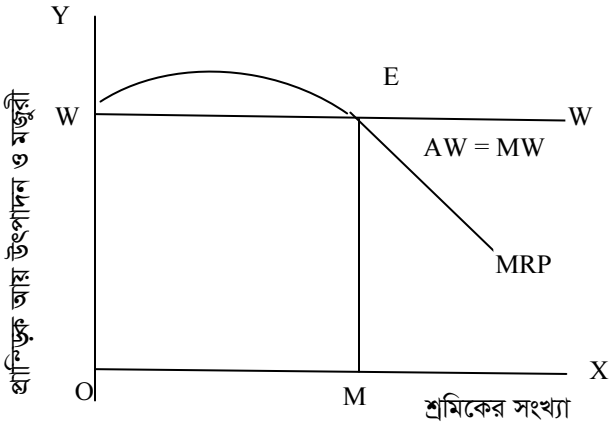

চিত্র ৮.১ ঃ আয় বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা।

চিত্র ১-এ OX অক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা এবং OY অক্ষে প্রান্তিক আয় উৎপাদন ও মজুরি দেখানো হয়েছে। শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপাদন রেখা MRP আঁকা হয়েছে। এই আয় উৎপাদন রেখা শ্রমিকের চাহিদা রেখা। মনে করুন, শ্রমের বাজারে

পূর্ণ প্রতিযোগিতা রয়েছে। এ রকম অবস্থায় গড় মজুরি AW এবং প্রান্তিক মজুরি MW সমান হবে। অতএব, গড় মজুরি রেখা ও প্রান্তিক মজুরি রেখা একই সমান্তরাল রেখার উপর অবস্থিত। আবার মনে করুন, শ্রমের মজুরি OW; সুতরাং, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় WW হবে শ্রমিকের যোগান রেখা। অর্থাৎ গড় মজুরি রেখা, প্রান্তিক মজুরি রেখা ও শ্রমিকের যোগান রেখা একই সমান্তরাল রেখার উপর মিলেমিশে অবস্থিত থাকবে। চিত্রানুযায়ী E বিন্দুতে প্রান্তিক আয় উৎপাদন রেখা MRP , AW=MW=WW রেখাকে ছেদ করেছে। অর্থাৎ E বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হবে। অতএব, উৎপাদনকারী OM পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করে OW বা ME পরিমাণ মজুরি দিবে। এখানে দেখা যায় যে, OM পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করলে মজুরি তার প্রান্তিক আয় উৎপাদনের সমান হয়। এভাবে আয় বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের মাধ্যমে অন্যান্য উপাদানের পারিশ্রমিক বা হিস্যা ও বের করা সম্ভব।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of the Marginal Productivity Theory)

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটির প্রধান ত্রুটিগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) অনেক অর্থনীতিবিদ বলেন যে, কোন একটি উপাদান এককভাবে কোন পণ্য উৎপাদন করতে পারে না। ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন প্রভৃতি উপাদান একসাথে নিয়োগ করলে কোন পণ্যকতটুকু কার দ্বারা উৎপাদিত হবে তা বলা মুশকিল।। এজন্য প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব দিয়ে কোন একটি উপাদানের উৎপাদনশীলতা বের করা সম্ভব নয়। তাই অনেক অর্থনীতিবিদ এই তত্ত্বকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

(২) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বে অনুমান করে নেয়া হয়েছে, উপাদান ও পণ্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকলে এই তত্ত্ব অবাস্তব বলে প্রমাণিত হবে।

(৩) চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। কিন্তু এ তত্ত্বে চাহিদার কথা বলা হলেও যোগানের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

(৪) এ তত্ত্বে অনুমান করা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি উপাদান গতিশীল। কিন্তু বাস্তবে ভূমির পক্ষে সচলতা সম্ভব না।আবার শ্রমের গতিশীলতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে ।

(৫) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বে অনুমান করা হয়েছে যে, উপাদানের সকল একক সমানভাবে দক্ষ। কিন্তু বাস্তবে এরকম দেখা যায় না।

(৬) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির উপর নির্ভরশীল। সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর থাকলে বলা যায় সকল উপাদানকে তার প্রান্তিক উৎপাদন অনুযায়ী দাম দিলে মোট উৎপাদন নিঃশেষিত হবে। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি অনুযায়ী এ তত্ত্ব অকার্যকর বলে প্রমাণিত হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

'জাতীয় আয় সৃষ্টিতে উৎপাদনের উপাদানগুলোর সক্রিয় অবদান থাকায় তাদের মধ্যে আয় ভাগ করে দেয়াকে 'বণ্টন' বলে। যে তত্ত্বের ভিত্তিতে উপাদানের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টন করা হয় তাকে আয় বণ্টন তত্ত্ব বলে। বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রত্যেক উৎপাদনের উপকরণের দাম সমান হবে এবং উপকরণগুলোকে এই হিসাবে হিস্যা মিলে মোট সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হবে এবং বন্ট সুষম হবে। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতায়র এই তত্ত্বটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির উপর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমালোচনাসহ চিত্রের সাহায্যে আয় বন্টন তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। আয় বন্টন তত্ত্ব কি?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে (√) টিক চিহ্ন দিন-

১. ভূমির মালিক তার হিস্যা হিসাবে কি পায় ?

ক. সুদ　　খ. খাজনা
গ. মুনাফা　　ঘ. মজুরী

২. শ্রমিক তার হিস্যা হিসাবে কি পায় ?

ক. সুদ　　খ. খাজনা
গ. মজুরী　　ঘ. মুনাফা

৩. যদি উপাদানগুলোর প্রান্তিক উৎপাদন দামের থেকে বেশি হয়, তাহলে উৎপাদনকারী উপাদান নিয়োগের পরিমানের ক্ষেত্রে কি করবে ?

ক. নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে উৎপাদন কমাবে　　খ. নিয়োগের পরিমাণ কমাবে
গ. নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়াবে　　ঘ. উৎপাদন বাড়াবে

৪. যদি উপাদানগুলোর প্রান্তিক উৎপাদন দামের থেকে কম হয়, তাহলে উৎপাদনকারী উপাদান নিয়োগের পরিমানের ক্ষেত্রে কি করবে ?

ক. নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে উৎপাদন কমাবে　　খ. নিয়োগের পরিমাণ কমাবে
গ. নিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে উৎপাদন কমাবে　　ঘ. উৎপাদন বাড়াবে

ভূমির হিস্যা নির্ধারণের ধারণা এবং রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- খাজনার ধারণা ও উপকরণ হিসাবে ভুমির হিস্যা খাজনা নির্ধারণ করতে পারবেন
- মোট খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন
- রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উপকরণের মূল্য হিসাবে ভূমির হিস্যাকে (Share) বলা হয় খাজনা (Rent)। খাজনার পরিমান নির্ধারণে যে সকল তত্ত্ব সনাতন অর্থনীতিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব (Ricardian Theory of Rent); প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory); চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand-Supply Theory) ও অবস্থান তত্ত্ব (Location Theory) সমধিক প্রসিদ্ধ। এসকল তত্ত্বে কোন্ জমির খাজনা কত হবে তা স্থির করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

খাজনার ধারণা (Concept of Rent)

অর্থনীতিতে খাজনা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারনত: ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দামকে খাজনা বলে। অধ্যাপক মার্শালের মতে, ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান সীমিত। আর এ সীমিত সম্পদের মালিকানা হতে যে আয় হয়, তাকে খাজনা বলে। সুতরাং বলা যায়, 'সীমিত যোগানের কোন উপাদান ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী এর মালিককে ব্যবহার মূল্য বা ভাড়া বাবদ যে অর্থ দেয়, তাকে অর্থনৈতিক খাজনা (Economic rent) বলে। অর্থনীতিবিদ রিকার্ডের মতে,"জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতার জন্য জমির উৎপাদনের যে অংশ জমির মালিককে দেয়া হয় তাহাই খাজনা। জমির যে সকল গুন মানুষের চেষ্টার দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না সেই গুলিকে অর্থ্যাৎ জমির প্রকৃতি প্রদত্ত গুনাবলীকে জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতা বলা যায়। জমির এ প্রকৃতি প্রদত্ত গুনাবলীর যোগান জমির মূল্যের উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যদিকে জমির যেসকল গুন যেমন পানিসেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি মানুষ নিজেই সৃষ্টি করতে পারে যার যোগান জমির মূল্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন খরচ তুলে নেয়া যায়। এ সকল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় কোন সম্পদের যোগানের পরিমান মূল্যের উপর নির্ভরশীল না হলে তার ক্ষেত্রেই কেবল খাজনা উদ্ভূত হয়।

কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদরা খাজনাকে আরো ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা মনে করেন, কোন উপাদানের যোগান চাহিদার চাইতে কম হলে এটি অতিরিক্ত আয় করতে পারবে। এই অতিরিক্ত আয়কে খাজনা বলা হবে। সুতরাং বলা যায়, 'চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলে উৎপাদনের যে কোন উপাদান তার স্বাভাবিক আয়ের চাইতে যে অতিরিক্ত আয় করে, তাকে অর্থনীতিতে খাজনা (Rent) বলে। অনেকের মতে জমির উৎপাদনশীলতার পার্থক্যের কারনেই খাজনার সৃষ্টি। চাষাধীন ঐ জমি যার মোট উৎপাদনের মূল্য দ্বারা শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যয় প্রতিপূরণ (Recovery) করা যায় তাকে প্রান্তিক জমি বলে। প্রান্তিক জমির খাজনা নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট কোন জমির মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক জমির মোট উৎপাদনের পার্থক্যকে উৎকৃষ্ট জমির প্রাপ্য খাজনা বলা হয়।

মোট খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Gross Rent and Economic Rent)

আমরা আগেই বলেছি যে, জমি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য মালিককে যে ভাড়া দেয়া হয় তাকে খাজনা বলে। অন্যদিকে, যোগানের সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতার জন্য অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ার কারণে উৎপাদনের যে কোন উপাদান তার স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় করে, তাকে 'অর্থনৈতিক খাজনা' বলে।

মোট খাজনায় ভূমি ব্যবহারের জন্য দেয় অর্থ ছাড়াও মূলধনের সুদ, ভূমি দেখাশোনা করার মজুরি, ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মালিকের প্রাপ্য মুনাফা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক খাজনায় এসব অন্তর্ভুক্ত থাকে না। মনে করুন, ইমরুল তার এক টুকরো জমি মুনিরকে ব্যবহার করতে দিল। এজন্য মুনির ইমরুলকে ৫০ টাকা খাজনা দেয়। এখানে ৫০ টাকা হলো 'চুক্তিবদ্ধ খাজনা'। আবার মনে করুন, এ টাকার মধ্যে ১০ টাকা হলো ইমরুল জমির উন্নতির জন্য যে খরচ করেছে তার সুদ এবং ৫ টাকা খাজনা আদায়ের জন্য খরচ। তাহলে ইমরুল সত্যিকারভাবে খাজনা বাবদ কত পাচ্ছে? সে ৩৫ টাকা (৫০-১৫) পাবে। সুতরাং এই ৩৫ টাকাই অর্থনৈতিক খাজনা হিসাবে চিহ্নিত হবে।

খাজনা দেয়া হয় কেন? (Why rent is Paid ?)

ভূমি প্রকৃতির দান হওয়া সত্ত্বেও এর জন্য খাজনা দিতে হয়। খাজনা কেন দেয়া হয়-এ ব্যাপারে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক মত পার্থক্য আছে। খাজনার উদ্ভবের কারণগুলো নিচে আলোচনা করা হলো ঃ

(১) ভূমির যোগান স্থির (Supply of land is fixed) ঃ ভূমির যোগান সীমাবদ্ধ বলে খাজনা দিতে হয়। চাহিদা বাড়লেও জমির যোগান বাড়ানো যায় না। বাতাস, পানি প্রভৃতির যোগান অফুরন্ত বলে এদের জন্য খাজনা দিতে হয় না। সীমিত যোগানের জন্য যে খাজনা দিতে হয় তাকে দুষ্প্রাপ্যতার খাজনা বলে।

(২) সকল ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ও অবস্থান এক নয় (Fertility and location of land are not same) ঃ রিকার্ডোর (Ricardo) মতে, ভূমির উর্বরতা ও অবস্থানের পার্থক্যের জন্য খাজনা দিতে হয়। সকল জমি সমানভাবে উর্বর নয়। কোনটিতে ফসল বেশি হয়, আবার কোনটিতে কম হয়। ফলে উর্বর জমির চাহিদা বেশি এবং এর জন্য বেশি খাজনা দিতে হয়। আবার, সকল জমির অবস্থান সুবিধাজনক নাও হতে পারে। শহরের জমির খাজনা শহরের নিকটবর্তী গ্রামের জমির খাজনা অপেক্ষা বেশি। শহরের জমির ফসল বাজারজাতকরণে খরচ কম হয় বলে খাজনাও বেশি। সুতরাং যে জমি উর্বরতা অথবা অবস্থানের দিক থেকে অন্যান্য জমিও তুলনায় বেশি তার খাজনার হারও বেশি হয়ে থাকে।

(৩) ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of diminishing returns) ঃ সকল জমি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির অধীন। একই জমিতে শ্রম ও পুঁজি বার বার বেশি পরিমাণে নিয়োগ করা হলে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। জমির এ বৈশিষ্ট্যের জন্য কৃষক জমি হতে তার প্রয়োজনমত সমস্ত শস্য উৎপাদন করতে পারে না। এ জন্য অধিক পরিমাণে জমির প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। যেহেতু জমির যোগান সীমিত, তাই জমির চাহিদা বেশি হওয়ার কারণে খাজনা দিতে হয়।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব (Ricardian Theory of Rent)

ইংল্যাণ্ডের কনিষ্ঠতম ও প্রসিদ্ধ ক্লাসিকেল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo) ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে খাজনা সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। ক্লাসিকেল খাজনা তত্ত্ব রিকার্ডোর নামের সাথে জড়িত। রিকার্ডোর মতে, 'খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সে অংশ যা জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তির জন্য জমির মালিককে দেয়া হয়। জমির যোগানের অপরিবর্তনীয়তা, উর্বরতা ও অবস্থানের দিক থেকে জমির পার্থক্য এবং সকল জমি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির অধীনে থাকায় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমির উৎপাদনের পার্থক্যের জন্য খাজনার উদ্ভব হয়। এ কারণে খাজনাকে অনেক সময় 'উৎপাদনের উদ্বৃত্ত' বা পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত বলা হয়। রিকার্ডো তত্ত্ব কতগুলো অনুমিতির উপর ভিত্তি গড়ে উঠেছে।

অনুমিতিসমূহ (Assumptions)

(১) জমির যোগান স্থির থাকবে;

(২) জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়;

(৩) সকল প্রকার জমি উর্বরাশক্তি ও অবস্থানের দিক থেকে এক নয় এবং

(৪) জমির বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকবে। অন্য কথায়, অনেক জমির মালিক আছে যারা খাজনার বিনিময়ে জমি অন্যকে দিতে ইচ্ছুক এবং অনেক কৃষক আছে যারা খাজনার বিনিময়ে জমি নিতে প্রস্তুত।

রিকার্ডোর মত অনুযায়ী, বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্বরা শক্তির দিক থেকে পার্থক্য আছে। খাজনা জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। মনে করুন, কোন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের উর্বরা শক্তি সম্পন্ন জমি আছে। আমরা উর্বরতা অনুসারে এ জমিগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমি। ধরুন, প্রথমদিকে সেখানে লোকসংখ্যা কম ছিল। শুধু প্রথম শ্রেণীর জমিগুলো চাষ করলে তাদের খাদ্যের চাহিদা মিটতো। কিন্তু ধীরে ধীরে সেখানে লোকসংখ্যা বাড়ল, খাদ্যের দামও বৃদ্ধি পেল। এজন্য প্রথম শ্রেণীর জমিতে আরো বেশি করে খাদ্য ফলানোর চেষ্ট করা হল। কিন্তু ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি অনুযায়ী একই জমিতে শ্রম ও পুঁজি বার বার বেশি হারে নিয়োগ করা হলে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়বে। এজন্য জমির প্রান্তিক উৎপাদনের খরচ ক্রমান্বয়ে বাড়বে। এ কারণে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হতে থাকে বলে প্রথম শ্রেণীর জমিতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। চাহিদার তুলনায় প্রথম শ্রেণীর যোগান কম বলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা হলো। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হতে যে ফসল পাওয়া যায় তার দাম উৎপাদন খরচের সমান। তাহলে প্রথম শ্রেণীর জমি থেকে কিছু উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যাবে এবং এই উদ্বৃত্ত আয় হবে খাজনা।

এভাবে সে এলাকায় খাদ্যের চাহিদা যত বৃদ্ধি পাবে শস্যের দাম যত বাড়বে, ততই চাষ করা জমির মান উর্বরতার দিক থেকে নিম্নমানের হবে। প্রান্তিক জমি (marginal land) থেকে খাজনা পাওয়া যায় না। প্রান্তিক জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের দাম উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। এজন্য প্রান্ত উর্ধ্ব (intramarginal) জমি থেকে খাজনা পাওয়া যায়।

রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা (Graphical Explanation)

চিত্র২-এ OL অক্ষে জমির পরিমাণ এবং OP অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে চিত্রানুযায়ী OA, AB ও BC যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমি এবং OA জমির উৎপাদনের পরিমাণ OAKJ, AB জমির উৎপাদনের পরিমাণ ABIH ও BC জমির উৎপাদনের পরিমাণ BCMF হবে।

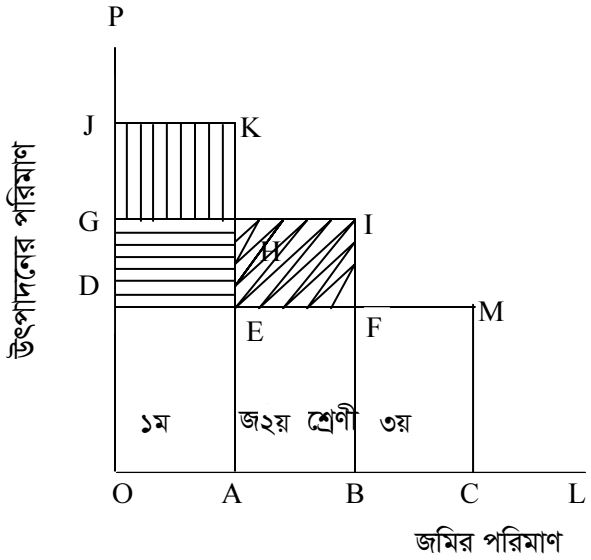

চিত্র ৮.২ ঃ খাজনা তত্ত্ব।

মনে করুন, প্রথম দিকে শুধু প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করা হতো। এ জমি হতে OAKJ পরিমাণের সমান ফসল উৎপাদন হতো। প্রথম শ্রেণীর জমি প্রান্তিক জমি বলে এর থেকে কোন খাজনা পাওয়া যাবে না। লোকসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে খাদ্যের অধিক চাহিদার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করা হলো। দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি থেকে ABIH পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়। এর দাম উৎপাদন খরচের সমান হবে। ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি প্রান্তিক জমি। এর খাজনা নেই। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর জমি থেকে HKJG পরিমাণ ফসল উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়। অতএব, প্রথম শ্রেণীর জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনা HKJG পরিমাণ হবে। লোকসংখ্যা আরো বাড়লে, ৩য় শ্রেণীর জমি চাষ করতে হবে। এ জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ BCMF পরিমাণ। এ ক্ষেত্রেও BCMF দাম উৎপাদন ব্যয়ের সমান। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর জমি প্রান্তিক হবে এবং এর কোন খাজনা হবে না। আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি থেকে FIHE-এর সমান উদ্বৃত্ত ফসল পাওয়া যায়। এই উদ্বৃত্ত শস্য FIHE হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির খাজনা।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, প্রথম শ্রেণীর জমির উদ্বৃত্ত ফসল DEKJ পরিমাণ এবং এটি প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা। অন্যান্য জমির খাজনা থেকে প্রথম শ্রেণীর জমির খাজনা বেশি। সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, নিম্নস্তরের জমি যত বেশি চাষ করা হবে প্রান্তউর্ধ্ব জমি থেকে খাজনাও তত বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের সমালোচনা (Criticism of the Ricardian Theory of Rent)

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে আধুনিক অর্থনীতিবিদরা নানাভাবে সমালোচনা করেছেন ঃ

(১) জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতা (The original and indestructible powers of the soil) ঃ রিকার্ডো জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এর জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু সমালোচকদের মতে, জমির এ ধরনের কোন ক্ষমতা নেই। বহুকালব্যাপী ক্রমাগত চাষের ফলে জমির উৎপাদন শক্তি ক্রমশঃ নষ্ট হয়। আবার অনুর্বর জমিকে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা, সার প্রয়োগ এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে উর্বর করা যায়। অতএব বলা যায় যে, জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতার জন্য খাজনার উদ্ভব এটা ঠিক নয়।

(২) জমি চাষের প্রণালী (The process of cultivation of land) ঃ রিকার্ডো যে পদ্ধতিতে চাষ করতে বলেছেন, তা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তাঁর মতে, কৃষক প্রথমে উৎকৃষ্ট এবং পরে নিকৃষ্ট জমি চাষ করবে। কিন্তু সমালোচকদের মতে, বাস্তবে নিকৃষ্ট জমিও কৃষক আগে চাষ করতে পারে। যে জমি চাষ করা সুবিধাজনক কৃষক তাই আগে চাষ করবে। রিকার্ডো অবশ্য জমির উর্বরতার কথাই বলেননি, এর অবস্থানের কথাও বলেছেন। অতএব, এ সমালোচনা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়।

(৩) দুষ্প্রাপ্যতা (Scarcity) ঃ রিকার্ডোর মতে, জমির যোগান সীমিত বলে খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের মতে, কেবল জমি নয়, যে কোন দুষ্প্রাপ্য উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না ।

(৪) প্রান্তিক জমি (Marginal land) ঃ রিকার্ডোর মতে, প্রান্তিক জমি হতে খাজনা পাওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদরা এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ একমত নয়। কারণ একটি জমি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

পাঠ-সংক্ষেপ

জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতার জন্য জমির উৎপাদনের যে অংশ জমির মালিককে দেয়া হয় তাহাই খাজনা। মূলত ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দামকে খাজনা বলে। কেবল জমি নয়, যে কোন দুষ্প্রাপ্য উপাদানের ক্ষেত্রে খাজনার উদ্ভব হতে পারে। রিকার্ডোর মতে, প্রান্তিক জমি হতে খাজনা পাওয়া যায় না। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের মতে প্রান্তিক জমি বলে কোন জমি নেই। প্রান্তিক জমি হচ্ছে যে জমির মোট উৎপাদনের মূল্য দ্বারা শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যয় প্রতিপুরণ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমালোচনাসহ রিকার্ডোর 'খাজনা তত্ত্ব' টি বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। খাজনার সংজ্ঞা লিখুন।
২। মোট খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য কি?
৩। কেন খাজনা দেয়া হয়।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. যে জমির মোট উৎপাদনের মূল্য দ্বারা শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যয় পূরণ করা যায় তাকে কি জমি বলে ?
ক. প্রান্তিক জমি
খ. প্রান্তউর্ধ্ব জমি
গ. প্রথম শ্রেণীর জমি
ঘ. ভূমি

২. ভূমি তার দাম হিসাবে কি পায় ?
ক. সুদ
খ. খাজনা
গ. মজুরী
ঘ. মুনাফা

৩. রিকার্ডোর মত অনুযায়ী , খাজনা জমির কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করবে-
ক. জমির উর্বরা শক্তির পার্থক্যের উপর
খ. জমির পরিমানের উপর
গ. জমির উৎপাদনের উপর
ঘ. খরচের উপর

পাঠ ৩ শ্রম-মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মজুরির প্রকারভেদগুলো বলতে পারবেন।
- প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করতে পারবেন
- শ্রম বাজারে ভারসাম্য মুজুরী ও নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শ্রমিকের পারিশ্রমিককে বলা হয় মজুরী । আধুনিক অর্থনীতিতে মজুরী নির্ধারণের যে সকল তত্ত্ব দেয়া হয়েছে তম্মধ্যে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory); জীবন জীবিকার সর্বনিু পর্যায় তত্ত্ব (Subsistance wage Theory); চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and supply theory) অন্যতম।
উপরে উল্লিখিত সকল তত্ত্ব অনুযায়ী মজুরী নির্ধারণের সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক শোষণের সুযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরপ প্রান্তিক উৎপাদনের ভিত্তিতে মজুরী ধার্য্য হলে শ্রমিক সাধারণত অপেক্ষাকৃত কম মজুরী পায়। (যেহেতু সর্বশেষ নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম থাকে)। এই হারে মজুরী দেয়া হলে সকল শ্রমিক মিলে যা উৎপন্ন করে তার সিংহভাগই উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value) হিসাবে সংগঠনের কাছে চলে যায়। আবার শ্রমের দরকষাকষি ক্ষমতা কম থাকায় জীবন জীবিকার সর্বশেষ পর্যায়ে মুজুরী ধার্য হলেও শ্রমিক- শোষনের বেদনা অনুভূত ছাড়া কোন কিছু করার থাকে না।

মজুরির ধারণা (Concept of Wages)

উৎপাদন কাজে শ্রমিকের সেবাকে শ্রম বলে। মজুরি হলো শ্রমের পুরষ্কার বা পারিতোষিক। 'কোন ব্যক্তি বা শ্রমিক উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হলে সে তার শারীরিক অথবা মানসিক শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক বা পারিতোষিক বাবদ যে অর্থ পেয়ে থাকে, তাকে মজুরি (Wages) বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, কারখানার শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি, বাস ড্রাইভার, দোকান কর্মচারী, গার্মেন্স কর্মচারী প্রভৃতি সবাই তাদের নিজস্ব শারীরিক ও মানসিক শ্রমের দ্বারা উৎপাদন কাজে নিয়োজিত এবং এজন্য তারা পারিশ্রমিক বাবদ একটা নির্দিষ্ট অর্থ উপার্জন করে। তাদের এই উপার্জিত অর্থকে আমরা মজুরি বলি।

মজুরিকে আমরা দুই ভাবে প্রকাশ করতে পারি। যেমন-

(i) আর্থিক মজুরি (Money wages) ঃ মজুরিকে যখন অর্থে বা মুদ্রায় প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে আর্থিক মজুরি বলে।

(ii) প্রকৃত মজুরি (Real wages) ঃ মজুরিকে দ্রব্য বা পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে, তাকে আমরা প্রকৃত মজুরি বলি অর্থ্যাৎ শ্রমিক যে পরিমান অর্থ পায় তা দিয়ে সে কি পরিমান দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে পারে সেটাই তার প্রকৃত মজুরী। মজুরী ছাড়াও আনুসঙ্গিক অনেক সুবিধাদি যেমন, বিনামূল্যে পোষাক,চিকিৎসা, বাসস্থান,যাতায়াত সুবিধা যদি লাভ করে সেটাও প্রকৃত মজুরীর মধ্যে গন্য হবে।

অতএব প্রকৃত মজুরী =(আর্থিক মজুরী) X (অর্থের ক্রয় ক্ষমতা) +অন্যান্য সুবিধাদি।

আবার, হিসাবের ভিত্তিতে মজুরি দুই ধরনের। যেমন-

(i) সময় মজুরি (Time wages) ঃ কোন শ্রমিককে একটি নির্দিষ্ট সময় হিসাবে যে মজুরি দেয়া হয়, তাকে 'সময় মজুরি' বা 'মেয়াদী মজুরি' বলে। সময় বলতে ঘন্টা, দিন বা মাস প্রভৃতি হতে পারে।

(ii) টুকরো মজুরি (Piece wages) ঃ কোন শ্রমিককে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক দেয়া হয়, তাকে 'টুকরো মজুরি' বা 'কর্মানুগ মজুরি' বলে।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারণ (Wage Determination on the basis of Marginal Productivity)

শ্রমিকের মজুরীরর হার কিভাবে নির্ধারিত হবে সে ব্যাপারে প্রদত্ত তত্ত্ব গুলোর মধ্যে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।এ তত্ত্ব অনুসারে উৎপাদক সেই পরিমান শ্রমিক নিয়োগ করবে যে পরিমান শ্রমিক নিয়োগ করলে শ্রমিকের মজুরী ও প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ $MP_L = W$;এখানে MP_L=শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন এবং W= চলতি মজুরী ।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল ঃ

ছক-১ ঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারণ

স্থির উপকরণ	শ্রম	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন	প্রতি এককের দাম	প্রান্তিক আয়	চলতি মজুরী	মন্তব্য
নির্দিষ্ট	১জন	৩০ কেজি		১০ টাকা	-	৫০ টাকা	
”	২ জন	৩৮ কেজি	৮ কেজি	১০ টাকা	৮০ টাকা	৫০ টাকা	৮০>৫০
”	৩ জন	৪৫ কেজি	৭ কেজি	১০ টাকা	৭০ টাকা	৫০ টাকা	৮০>৫০
”	৪ জন	৫০ কেজি	৫ কেজি	১০ টাকা	৫০ টাকা	৫০ টাকা	৫০ =৫০
”	৫ জন	৫৩ কেজি	৩ কেজি	১০ টাকা	৩০ টাকা	৫০ টাকা	৩০ < ৫০

উপরের তালিকায় নিদির্ষ্ট পরিমান ভূমি ও মূলধনের সাথে ১জন শ্রমিক নিয়োগ করায় মোট উৎপাদন হয় ৩০ কেজি। এরপর অতিরিক্ত ১জন শ্রমিক নিয়োগ করার দরুন মোট উৎপাদন হয় ৩৮ কেজি। এক্ষেত্রে প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন (৩৮-৩০)=৮ কেজি যার বাজার মূল্য দাড়ায় (৮x১০)=৮০টাকা যা চলতি মজুরী ৫০টাকার চেয়ে বেশী। এমতাবস্থায়, শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্বি করা উৎপাদকের জন্য লাভজনক। একই কথা ৩য় শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য। ৪র্থ শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় এবং চলতি মজুরী পরস্পর সমান। এই পর্যায়ে উৎপাদক ভারসাম্য লাভ করবে। এর পর যদি উৎপাদক ৫ম শ্রমিক নিয়োগ করে তাহলে তার ক্ষতি হবে। কারন, এক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রান্তিক আয় ৩০ টাকা যা চলতি মজুরীর চেয়ে কম।

চিত্রের সাহায্যে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারণ ঃ

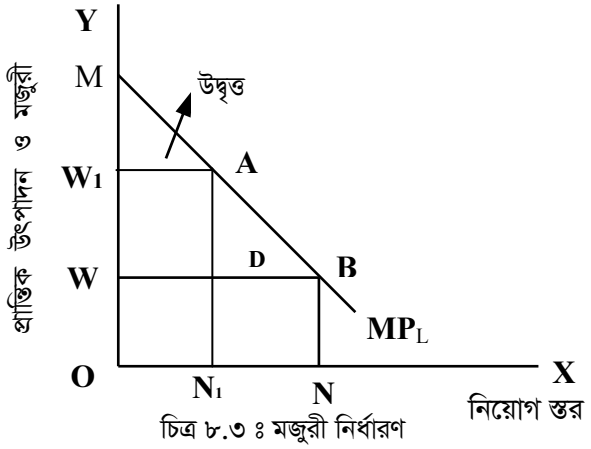

চিত্র ৮.৩ ঃ মজুরী নির্ধারণ

উপরের চিত্রে-৩ এ ভূমি অক্ষে শ্রম সংখ্যা এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হল। উলিখিত চিত্রে N একক শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন NB পরিমান। এ অবস্থায় যদি একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনকে (MP_L) মজুরী হিসাবে (OW) ধার্য্য করা হয়। আবার যদি ON_1 শ্রমিক নিয়োগ করা হয় তখন তাদের প্রান্তিক উৎপাদন হবে AN_1 এবং সে হিসাবে মজুরী হবে OW_1 । এভাবে কম শ্রমিক নিয়োগ অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন বেশী থাকায় মজুরী বেশী হয় আর বেশী নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন কমে যাওয়ায় মজুরী কম নির্ধারিত হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক শ্রম বাজারে ভারসাম্য মজুরী হার নির্ধারন (Wage Determination of a Perfect Compititive labour market)

উপকরন বাজার হিসাবে শ্রমের বাজার বিবেচনা করা হয়ে থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রম বাজারের বৈশিষ্ট্য হল অসংখ্য শ্রম ও নিয়োগকারীদের উপস্থিতি থাকবে এবং বাজারে সকল নিয়োগকর্তা ও সকল নিয়োগ প্রাপ্ত শ্রমিকই মজুরী নির্ধারনে স্ব স্ব ভূমিকা পালন করে। এ ধরণের বাজারে শ্রমের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান, মজুরী ও নিয়োগ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকায় উভয়েই স্বাধীনভাবে নিয়োগ ও মজুরী গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। তবে বাস্তবে এ ধরনের শ্রম বাজারের অস্তিত্ব নাই বললেই চলে। যাহোক, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রম বাজারে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা ভারসাম্য মুজুরী ও নিয়োগ নির্ধারিত হয়। একটি নিদিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট মুজুরীতে নিয়োগকারীরা কি পরিমান শ্রমিক নিয়োগ করতে প্রস্তুত তাই হল শ্রমের চাহিদা। অন্য দিকে একটি নিদির্ষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট মুজুরীতে শ্রমিকগন কি পরিমান শ্রম দানে প্রস্তুত তাকে বলে শ্রমের যোগান । শ্রম বাজারে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগানের সমতা স্থলে ভারসাম্য মজুরী ও নিয়োগ নির্ধারিত হয়।

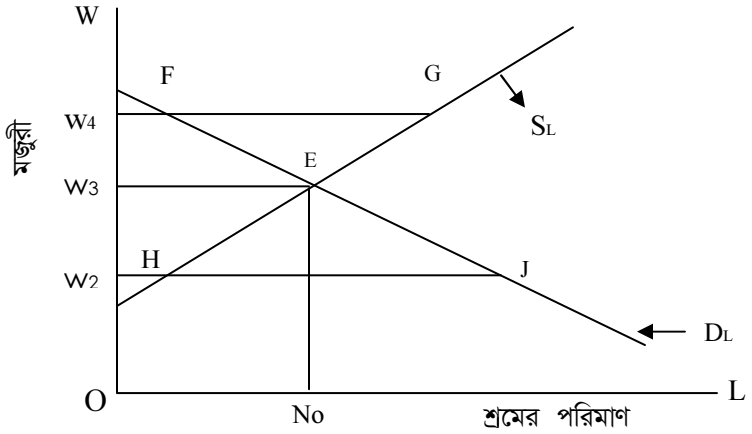

চিত্র ৮.৪ ঃ ভারসাম্য মজুরী ও নিয়োগের পরিমাণ

চিত্রে-৪ এ ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব অক্ষে মুজুরী দেখানো হয়েছে । SL রেখা শ্রমিকের যোগান রেখা এবং DL রেখা হল শ্রমিকের চাহিদা রেখা । চিত্রে SL ও DL পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করে । এ অবস্থায় মুজুরী নির্ধারিত হয় W_3 এবং নিয়োগের পরিমান দাড়ায় No । W_4 মুজুরীর ক্ষেত্রে শ্রমের অতিরিক্ত যোগান তথা বেকারত্বের পরিমান GF। শ্রমের যোগান বেশী হলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগীতার কারনে মুজুরী W_4 থেকে নেমে হয় W_3 । অবার মুজুরী W_2 হলে শ্রমের যোগান অপেক্ষা শ্রমের চাহিদা বেশী থাকায় নিয়োগকারীদের মধ্যে প্রতিযোগীতার কারনে মুজুরী W_2 থেকে W_3 তে উন্নীত হয় । W_3 তে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতার দ্বারা শ্রম বাজারে ভারসাম্য মুজুরী ও নিয়োগ নির্ধারিত হয়।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রম বাজারে মজুরী হার নির্ধারণ (Wage Determination in an imperfect Labour Market)

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা সহজেই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মজুরীর হার নির্ধারন ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু বাস্তবে পূর্ন প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অস্তিত্ব বিরল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শ্রমের মজুরীর হার নির্ধারন করতে হয়। এ ধরনের বাজারে একচেটিয়া উৎপাদক এবং শ্রমিক সংঘ নিজস্ব প্রভাব খাটিয়ে মজুরীর হার নির্ধারন করে। বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে শ্রমের কোনরূপ গতিশীলতা থাকে না। ফলে এ ধরনের বাজারে নিয়োগ কর্তা তার ইচ্ছামত এমন একটি স্তরে মজুরীর হার নির্ধারন করে যে মজুরীর হারে শ্রমিকেরা কোনমতে বেঁচে থাকে। আবার শ্রমিক সংঘ এবং নিয়োগ কর্তারা যখন দর কষাকষির মাধ্যমে মজুরীর হার নির্ধারন করে তখন দু'ধরনের মজুরীর হার দেখা যায়। প্রথমতঃ নিয়োগকর্তা বা কর্তারা যদি প্রবল শক্তিশালী হয় (অর্থিক ভাবে এবং রাজনৈতিক ভাবে) তাহলে শ্রমিকদের সাময়িক আন্দোলনের দরুন সামান্য লোকসান স্বীকার করে তারা দীর্ঘ মেয়াদে কম মজুরীর হার নির্ধারন করতে

সক্ষম হয়। আবার, যদি শ্রমিক সংঘ শক্তিশালী হয় তাহলে সংগ্রামের মাধ্যমে উচ্চ মজুরীর হার নির্ধারন করা সম্ভব হয়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রম বাজার দু'ধরনের হতে পারে- যথা ঃ ক) মনোপসনি (Monopsony) খ) অলিগোপলি (Oligopoly)

মনোপসনি (Monopsony) ঃ মনোপসনি শ্রম বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা বিদ্যমান। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমের একমাত্র নিয়োগ কর্তাকে মনোপসনিষ্ট বলে । উদাহরন স্বরূপ , কোন এলাকায় একটি মাত্র তামাক শিল্প থাকলে তামাক শিল্প শ্রমিকের একমাত্র নিয়োগকর্তা হল ঐ তামাক শিল্পের মালিক। আর

অলিগোপলি (Oligopoly) এ ধরনের শ্রম বাজাওে কিছু সংখ্যক নিয়োগ কর্তা বিদ্যমান। এ ধরনের নিয়োগ কর্তাকে অলিগোপলিস্ট (Oligopolist) বলা হয়। এরা সবাই মিলে শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ করে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উলিখিত চারটি উপকরণ নির্ধারণ এবং হিস্যা (Share) নির্ধারণের যে পদ্ধতি আলোচিত হল তাতে এটা সুস্পষ্টই বুঝা যায় পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উদ্যেক্তা বা সংগঠক বহুদিক থেকে লাভবান হয়ে মোট আয়ের সিংহভাগ হাতিয়ে নেয় এবং শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা না দেয়ায় তারা শোষিতহয়। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে দুটো শ্রেণীতে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণী। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ আয় বৈষম্য দুরিকরণ এবং আয় ও সম্পদ বন্টনে সমতা আনয়নে এ বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। সম্পদের উপর ব্যক্তিমালিকানা উচেছদ করে এবং শ্রমিক বাদে অন্যান্য উৎপাদন উপকরণকে রাষ্ট্রায়াত্ব করে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে এ ধরণের অর্থনীতিতে কার্যগত বন্টনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শ্রমিকের মজুরী ছাড়া সব রাষ্ট্রের হাতে চলে যায়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে শুধুমাত্র দুটো উৎপাদন উপকরণের অস্তিত্ব দেখা যায় একটি রাষ্ট্র সংগঠক অপরটি শ্রমিক শ্রেণী। এই অর্থনীতিতে শ্রমিককে তার অবদান অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমান পারিশ্রমিক (যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ-কাজ অনুযায়ী মজুরী ভিত্তিতে) দেয়ার পর অবশিষ্ট সবটুকুই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পুঁজিভূত হতে থাকে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যেখানে কয়েকজন শিল্পপতি বা পুঁজিপতির হাতে আয় ও সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় সেখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীভূত হয় রাষ্ট্রীয় ভান্ডারে।

মোট কথা পুঁজিবাদের কার্যগত বন্টন ব্যবস্থায় সৃষ্ট শ্রেণী বৈষম্য দুর করে শোষনহীন সমাজ গঠনে আয় ও সম্পদের সম বন্টনকে লক্ষ্য রেখে বিশ্বে সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতির উম্মেষ ঘটেছিল। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় সম্পদকে এমনভাবে বরাদ্দ করে যার ফলে ধনী আরও ধনী হবার সুযোগ পায় আর গরীব নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে বাধ্য। ফলে এ ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বন্টনে অবিচার ও অসমতা ব্যপকতর হতে থাকে। তাদের মতে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও শ্রমের মজুরী প্রদানের অবিচারমূলক পদ্ধতিই এই বৈষম্যের জন্য দায়ী। এজন্য তারা সম্পদের বরাদ্দ ও বন্টনের এক নতুন ব্যবস্থার সুত্রপাত ঘটিয়েছিল। কিন্তু এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও আয় বন্টন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা থেকে দুরে থেকেও সমস্যার কঠিন বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে নিজেই নিজের পদ্ধতির ভরাডুবি ঘটিয়েছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায়।

পাঠ-সংক্ষেপ

শ্রমিকের পারিশ্রমিককে বলা হয় মজুরী। মজুরিকে যখন অর্থে বা মুদ্রায় প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে আর্থিক মজুরি বলে। মজুরিকে দ্রব্য বা পণ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলে, তাকে আমরা প্রকৃত মজুরি বলে। যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করলে শ্রমিকের মজুরী ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হবে। উৎপাদক সেই পরিমান শ্রমিক নিয়োগ করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.৩

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য মজুরী হার নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করুন।

২। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে মজুরী হার কিভাবে নির্ধারিত হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মজুরী কি? ইহা কত প্রকার ও কি কি?

২। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে মজুরী কিভাবে নির্ধারিত হয়?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. শ্রমিক তার শ্রমের দাম হিসেবে কি পায়-

ক. সুদ　　খ. খাজনা

গ. মজুরী　　ঘ. মুনাফা

২. মজুরিকে যখন অর্থে বা মুদ্রায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বলা হয়-

ক. সময় মজুরি　　খ. আর্থিক মজুরি

গ. টুকরো মজুরি　　ঘ. প্রকৃত মজুরি

৩. একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের জন্য শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক দেয়া হয় তাকে বলা হয়

ক. সময় মজুরি　　খ. আর্থিক মজুরি

গ. টুকরো মজুরি　　ঘ. প্রকৃত মজুরি

৪. কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট ধরনের শ্রমের একমাত্র নিয়োগ কর্তাকে কি বলে ?

ক. ডুয়োপলিষ্ট　　খ. অলিগোপলিষ্ট

গ. মনোপসনিষ্ট　　ঘ. মনোপলিষ্ট

পাঠ ৪ সুদ ও মুনাফার ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সুদ কি বলতে পারবেন
- মোট সুদ ও নিট সুদের পার্থক্য করতে পারবেন
- সুদ দেয়া হয় কেন তা বলতে পারবেন
- সুদের হার নির্ধারণ করতে পারবেন
- মুনাফা ও মুনাফার উপাদান সমূহ কি বলতে পারবেন।

সুদের ধারণা (Concept of Interest)

সুদ হল মূলধনের মূল্য। অথবা বলা যায়, সুদ হল মূলধন যে সেবা দেয় তার পারিতোষিক । উৎপাদনকারী কোন উৎপাদনশীল কাজে মূলধন নিয়োগ করে কিছু মুনাফা আশা করে। অপরদিকে, পুঁজির মালিক বর্তমান ভোগ থেকে নিজেকে বিরত রেখে মূলধন তৈরি করে। ঋণগ্রহীতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মূলধন ব্যবহার করে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে তাই সুদ। পক্ষান্তরে, পুঁজিপতি বা ঋণদাতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সুদ হল অপেক্ষার পারিতোষিক। পুঁজিপতিকে বর্তমান ভোগ বিসর্জন দিয়ে অপেক্ষা করা জন্য যে পারিতোষিক বা অতিরিক্ত টাকা দেয়া হয় তাই সুদ।

মোট সুদ ও নিট সুদের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Gross and Net Interest)

সুদকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– (i) মোট সুদ ও (ii) নিট সুদ।

যে সুদের মধ্যে অন্যান্য আয়, যেমন- মূলধন ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত পারিশ্রমিক, মূলধন নিয়োগের জন্য যে ঝুঁকি থাকে তার মুনাফা এবং মূলধন নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলীর মজুরী প্রভৃতি যুক্ত থাকে তাকে মোট সুদ (gross interest) বলে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুদ দিয়ে যা বুঝানো হয় তাই মোট সুদ।

অন্যদিকে, মূলধনের উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী মূলধনের মালিককে যে অর্থ দেয়া হয় তাকে নিট সুদ (net interest) বলে। মোট সুদ থেকে 'অন্যান্য আয়গুলো' বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই নিট সুদ বলা হয়।

মোট সুদের হার বিভিন্ন জায়গায় একই রকম থাকে না। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিট সুদের হার সব জায়গায় একই রকম থাকে।

সুদ দেয়া হয় কেন? (Why is Interest Paid?)

সুদ কেন দেয়া হয়- এ সম্পর্কে কতগুলো তত্ত্ব প্রচলিত আছে যা নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব (Productivity theory) ঃ টারগট (Turgot) এবং অন্যান্য ফিজিওক্র্যাটস অর্থনীতিবিদের মতে, 'মূলধন উৎপাদনশীল হলে মূলধনের সাহায্যে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যের কিছু অংশ সুদরূপে মূলধনকে দেয়া হয়।' শ্রমিক মূলধনের সাহায্যে যতটা উৎপাদন করতে পারে, মূলধন ছাড়া ততটা পারে না। যেমন- একজন কৃষক লাঙ্গল, হাল-গরু বা ট্রাক্টর দিয়ে যত বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারবে, এগুলো ছাড়া সে ততটা উৎপাদন করতে পারবে না। অর্থাৎ মূলধন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। এজন্য ঋণগ্রহীতা পুঁজিপতিকে সুদ দেয়। আবার, মূলধনের স্বল্পতার জন্যও সুদ দিতে হয়। অতএব বলা যায়, 'চাহিদার তুলনায় মূলধনের যোগান কম বলে সুদ দিতে হয়।'

(২) সংযম তত্ত্ব (Abstinence theory) ঃ সংযম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা সিনিয়র বলেছেন যে, সুদ হল সংযমের পুরস্কার। একজন পুঁজিপতি নিজেকে বর্তমান ভোগ থেকে বিরত রেখে সংযমের মাধ্যমে সঞ্চয় করে এবং মূলধন তৈরি করে। এজন্য সে কিছু অনুপ্রেরণা আশা করে। সুদ হল একজন পুঁজিপতির অনুপ্রেরণা। সুতরাং পুঁজিপতিকে বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থেকে সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য সুদ দিয়ে অনুপ্রেরণা দেয়া প্রয়োজন।

কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং কার্লমার্ক্সও এ তত্ত্ব নিয়ে পরিহাস করেছেন। কারণ, ধনী লোকের সঞ্চয় করার জন্য ভোগ থেকে বিরত থাকতে হয় না। এজন্য তারা ভোগ-বিরতি বা সংযমের জন্য পুরস্কার পেতে পারে না। মার্শাল তাই এই তত্ত্বকে 'অপেক্ষা তত্ত্ব' নামে অভিহিত করেছেন। ধনী ব্যক্তি সঞ্চয় করে ভবিষ্যতে বেশি করে ভোগ করার আশায় অপেক্ষা করে। 'কিন্তু ভবিষ্যৎ ভোগ অনিশ্চিত বলে, বর্তমান ভোগ স্থগিত রেখে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে হলে পুঁজিপতিকে সুদ দিতে হয়।'

(৩) সময় পছন্দ তত্ত্ব (Time preference theory) ঃ অধ্যাপক ফিশার সময় পছন্দ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সময় পছন্দের দ্বারা সুদের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, মানুষ স্বভাবতই ভবিষ্যৎ ভোগ থেকে বর্তমান ভোগ পছন্দ করে। 'পুঁজিপতির বর্তমান ভোগ-বিরতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে সুদ দিতে হয়। অতএব আমরা বলতে পারি, 'পুঁজিপতিকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করতে হলে তাকে বর্তমান ভোগ-বিরতির ক্ষতিপুরণ হিসেবে সুদ দিতে হয়।'
পুঁজিপতির সময় পছন্দ তত্ত্ব কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন– (১) আয় (২) সময়ের সাথে আয়ের বন্টন (৩) আয়ের গঠন (৪) ভবিষ্যত আয়ের সম্ভাবনা ইত্যাদি। সময় পছন্দ হার সবসময় সুদের হারের সমান হয়। আবার, বর্তমান ভোগের আকাংখা যত বেশি তীব্র হবে সুদের হারও তত বেশি হবে।

(৪) নগদ পছন্দ তত্ত্ব (Liquidity-preference Theory) ঃ লর্ড কেইনস (Lord keynes) নগদ পছন্দ তত্ত্বের জনক। কেইনসের মতে, 'কাউকে নগদ অর্থ দেয়ার জন্য এর মালিক যে অর্থ দাবী করে তাকে সুদ বলে।' নগদ পছন্দের (liquidity preference) অর্থ হল মানুষ কি পরিমাণ অর্থ ঋণ দেয়ার পরিবর্তে নিজের কাছে রাখতে পছন্দ করে। মানুষ সাধারণত নগদ অর্থ হাতছাড়া করতে চায় না। মানুষকে নগদ অর্থ হাতছাড়া করার ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য যে পুরস্কার বা মূল্য দিতে হয় তাই সুদ। সুতরাং বলা যায়, 'সুদ হল ঋনদাতা কর্তৃক নগদ টাকা হাতছাড়া করার ক্ষতিপূরণ।'

সুদের হার নির্ধারণ (Determination of rate of interest)

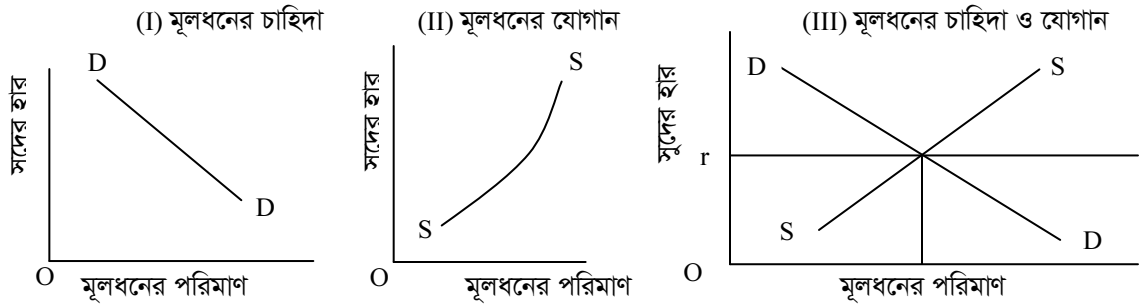

চিত্র ৮.৫ ঃ সুদের হার নির্ধারণ

মূলধন ব্যবহারের জন্য মূলধনের মালিককে তার আসলের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয় তাই সুদ। পুঁজি বাজারে পুঁজির চাহিদা ও যোগানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে সুদের হার নির্ধারিত হয়। মূলধনের চাহিদা নির্ভর করে সুদের হার ও পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার উপর।সুদের হার বৃদ্ধি পেলে উদ্যোক্তা কম পরিমান অর্থ ধার চাইবে। আর সুদের হার হ্রাস পেলে উদ্যোক্তা বেশী ঋন চাইবে। এজন্য মূলধনের চাহিদা রেখা ক্রমশঃ ডানদিকে নিম্নগামী হয় (চিত্র ৮.৫ এর I) এবং যোগান রেখা ক্রমশঃ ডানদিকে উর্ধগামী হয় (চিত্র ৮.৫ এর II)। এবার মূলধনের যোগান ও মূলধনের চাহিদা রেখাকে চিত্র ৮.৫ এর III এ এনে মূলধনের বাজারের ভারসাম্য ও সুদের হার নির্ধারণ করা হল ।

মুনাফার ধারণা (Concept of Profit)

উৎপাদনের চারটি উপকরনের মধ্যে একটি সংগঠন। উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরনকে একত্রিত করে প্রচলিত প্রযুক্তি জ্ঞানের সহায়তায় পরিকল্পিত ভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে সংগঠন। সংগঠনের দক্ষতার জন্য উৎপাদনের আয়ের যে অংশ সংগঠক বা সংগঠকেরা পেয়ে থাকে তাকে তাকে বলা হয় মুনাফা। বস্তুত, কোন উদ্যোক্তা তার কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক পায় তাকে মুনাফা বলে।' আরেকটু ব্যাপকভাবে বলা যায়, উদ্যোক্তার বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মুনাফা (Profit) বলে।' এখানে মোট ব্যয় বলতে শ্রমিকের মজুরী, মূলধনের সুদ এবং জমির খাজনা প্রভৃতির জন্য মোট খরচকে বুঝায়।

অর্থাৎ মুনাফা = নির্দিষ্ট পরিমান উৎপাদনের বিক্রয় লব্ধ আয়। এজন্য মুনাফাকে 'অবশিষ্ট আয়' হিসাবেও অনেক সময় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। সোজা কথায়, উদ্যোক্তা কোন ব্যবসায় যে আয় করে, তাকেই মুনাফা বলে।

মুনাফার বৈশিষ্ট্যঃ

১. ইহা ঋণাত্মক হতে পারে কিন্তু খাজনা ,সুদ, মজুরী ঋণাত্মক হতে পারে না ।

২. মুনাফার উঠানামা সবচেয়ে বেশী।

৩. খাজনা,সুদ ও মজুরী পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকে সেটাই হল মুনাফা।

মুনাফার দু'টি অংশ থাকে। যথা -মোট মুনাফা এবং নিট মুনাফা।

মোট মুনাফা (Gross Profit)

উদ্যোক্তার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরী, মূলধনের সুদ প্রভৃতি উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মোট মুনাফা বলে। অর্থাৎ

মোট মুনাফা = বিক্রয় লব্দ আয় - (মজুরী + সুদ+খাজনা + কাঁচামালের দাম+ মূলধন সামগ্রীর অবচয়জনিত ব্যয়)

নিট মুনাফা (Net profit)

মোট মুনাফা থেকে উদ্যোক্তার নিজস্ব জমির খাজনা, মূলধনের সুদ, নিজস্ব শ্রমের মজুরী, পরিচালনাজনিত পারিশ্রমিক, ঝুঁকি বহনের পারিশ্রমিক, একচেটিয়া লাভ, হঠাৎ সুযোগ লাভ প্রভৃতি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট মুনাফা (Net profit) বলে। অর্থাৎ

নিট মুনাফা = [মোট মুনাফা] - [নিজস্ব জমির খাজনা + নিজস্ব শ্রমের মজুরী + ঝুঁকি বহনের পারিশ্রমিক]

মোট মুনাফা ও নিট মুনাফার পার্থক্য (Difference between Gross profit & Net profit)

মোট ও নিট মুনাফার মধ্যে যেসব পার্থক্য সুস্পষ্ট সেগুলো হল ঃ

মোট মুনাফা	নিট মুনাফা
মোট আয় থেকে জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরী, মূলধনের সুদ প্রভৃতি উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মোট মুনাফা বলে।	মোট মুনাফা থেকে উদ্যোক্তার নিজস্ব জমির খাজনা, মূলধনের সুদ, নিজস্ব শ্রমের মজুরী, পরিচালনাজনিত পারিশ্রমিক প্রভৃতি বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নিট মুনাফা বলে।
মোট মুনাফার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আয় মিশ্রিত থাকে। যেমন-উদ্যোক্তা উৎপাদন কাজে নিজস্ব মূলধন, ভূমি, শ্রম ব্যবহার করতে পারেন। ফলে মোট মুনাফার মধ্যে উদ্যোক্তার নিজস্ব সুদ, খাজনা, মজুরী, ঝুঁকি বহনের পারিশ্রমিক প্রভৃতি আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।	নিট মুনাফার ভেতরে শুধুমাত্র সংগঠনের দক্ষতা এবং ঝুঁকি গ্রহনের পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত থাকে
মোট মুনাফার পরিমান নীট মুনাফার পরিমানের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে ।	নীট মুনাফা মোট মুনাফার একটি অংশ

মুনাফার উপাদান সমূহ (Components of profit)

উপাদনের চারটি উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান হল সংগঠন । উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণনের বিনিময়ে সংগঠন যে পাওনা পেয়ে থাকে তাকে বলা হয় মুনাফা। মুনাফার কতগুলো অংশ রয়েছে। যা মুনাফার উপাদান নামে পরিচিত । মুনাফার উপাদান গুলো নিম্নরূপঃ

সংগঠকের পারিতোষিক ঃ উপাদানের বিভিন্ন উপকরন সমূহ একত্রিত করে উৎপাদন পরিচালনা করার জন্য উদ্যোক্তার যে পারিশ্রমিক তা মুনাফার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ঝুঁকি বহনের পুরষ্কার ঃ অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির কারনে উৎপাদন পরিচালনা করার পুরষ্কার হিসেবে উদ্যোক্তার যে পাওনা তা মুনাফার অন্তর্ভুক্ত থাকে ।

উদ্ভাবনের পুরষ্কার ঃ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে কোন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের দরুন মুনাফা বহুগুন বৃদ্ধি পায় । কাজেই মুনাফার একটি অংশ হল উদ্ভাবনের পুরষ্কার ।

নিজস্ব জমির খাজনা ঃ অনেক সময় উদ্যোক্তা নিজস্ব জমিতে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে বলে জমির জন্য আলাদাভাবে খাজনা গ্রহণ করে না । এরূপ ক্ষেত্রে খাজনা মুনাফার একটি অংশ।

নিজস্ব মূলধনের সুদঃ অনেক সময় উদ্যোক্তা নিজস্ব মূলধন সামগ্রী ব্যবহার করে উৎপাদন পরিচালনা করে, কিন্তু মূলধনের আলাদাভাবে কোন সুদ দেয়া হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সুদও মুনাফার অংশ ।

উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতার পুরষ্কারঃ উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতার উপর উৎপাদন কার্যক্রমের এবং ব্যবসায়ের সফলতা নির্ভর করে । তাই কর্মদক্ষতার পুরষ্কার মুনাফার অন্তর্ভূক্ত ।

আকস্মিক লাভ ঃ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার কারনে কিংবা প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক কারনে অনেক সময় প্রত্যাশার অতিরিক্ত মুনাফা হয়। এই অতিরিক্ত আকস্মিক আয় মুনাফার অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ-সংক্ষেপ

মূলধন ব্যবহারের জন্য মূলধনের মালিককে তার আসলের উপর যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয় তাই সুদ। মূলধন ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত পারিশ্রমিক, মূলধন নিয়োগের জন্য যে ঝুঁকি থাকে তার মুনাফা এবং মূলধন নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলীর মজুরী প্রভৃতি যুক্ত থাকে তাকে মোট সুদ বলে। মূলধনের উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী মূলধনের মালিককে যে অর্থ দেয়া হয় তাকে নিট সুদ বলে। উদ্যোক্তার বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মুনাফা বলে। মুনাফা ঋণাত্মক হতে পারে কিন্তু খাজনা ,সুদ, মজুরী ঋণাত্মক হতে পারে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সুদ কেন দেয়া হয়- আলোচনা করুন।
২। মুনাফার উপকরণসমূহ কি? আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সুদ কাকে বলে?
২। মুনাফা কি? মুনাফার বৈশিষ্ট্যগুলো কি?
৩। মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যকার পার্থক্যগুলো লিখুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. সংগঠক তার কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে কি পায় ?
ক. সুদ
খ. খাজনা
গ. মজুরী
ঘ. মুনাফা

২. সংগঠনের দক্ষতা এবং ঝুঁকি গ্রহনের পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত থাকে
ক. মোট মুনাফার মধ্য
খ. নীট মুনাফার মধ্যে
গ. সূদের মধ্যে
ঘ. খাজনার মধ্যে

৩. পুঁজিপতির সময় পছন্দ তত্ত্ব কিসের উপর নির্ভর করে ?
ক. ভবিষ্যত আয়ের সম্ভাবনা
খ. সময়ের সাথে আয়ের বন্টন
গ. আয়ের গঠন
ঘ. সব গুলো

৪. মোট আয় থেকে জমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরী, মূলধনের সুদ প্রভৃতি উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে
ক. মুনাফা বলে
খ. মোট মুনাফা বলে
গ. সুদ বলে
ঘ. কোনটিই নয়

৫. উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরনকে একত্রিত করে প্রচলিত প্রযুক্তি জ্ঞানের সহায়তায় পরিকল্পিত ভাবে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে
ক. শ্রমিক
খ. ব্যাংকার
গ. সংগঠন
ঘ. কোনটিই নয়

উত্তরমালা

পাঠ-১ ঃ	১। খ	২। গ	৩। গ	৪। গ	
পাঠ-২ ঃ	১। ক	২। খ	৩। ক		
পাঠ-৩ ঃ	১। গ	২। খ	৩। গ	৪। গ	
পাঠ-৪ ঃ	১। ঘ	২। খ	৩। ঘ	৪। খ	৫। গ

সহায়ক গ্রন্থসমূহ (Reference Books)

১। ব্যষ্টিক অর্থনীতি, ইরশাদ কামাল খান, ডঃ এ.কে. এনামুল হক, মোস্তফা আজাদ কামাল, স্কুল অব বিজনেস, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

২। অর্থশাস্ত্রের মূলনীতি-১, আনু মুহাম্মদ, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এণ্ড ল্যাংগুয়েজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। Microeconomics, Dr. Muhammad Sirajul Islam, Mostafa Azad Kamal, School of Business, Bangladesh Open University.

৪। Principles of Economics, N. Gregory Mankiw, 3rd Edition, Thomson Asia Pte. Ltd, Singapore, 2005.

৫। Economics, Michael Parkin, 3rd Edition, Addison-Wesley Publishing Com. Inc., U.S.A 1996.

৬। Economics, Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, 18th Edition, The McGraw-Hill companies, Inc, U.S.A. 2005.

৮। Microeconomics, David N. Hyman, 4th Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc., U.S.A, 1989.

নমুনা প্রশ্ন

ব্যষ্টিক অর্থনীতি

কোর্স কোড ঃ BBS-2501

সময় ঃ ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান ঃ ৮০

(ডান পার্শ্বের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক)

ক-বিভাগ ঃ রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

(যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

মান-৫×১২=৬০

১. অর্থনীতির সংজ্ঞা লিখুন। ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যকার পার্থক্যগুলো আলোচনা করুন।৩+৯=১২

২. চাহিদা কি? চাহিদার নির্ধারকসমূহ আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

৩. সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি হতে ভোক্তার ভারসাম্য অবস্থা বিশ্লেষণ করুন। ১২

৪. নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় প্রভাব ও পরিবর্তক প্রভাব বিশ্লেষণ করুন। ১২

৫. পরিবর্তনশীল উপাদান অনুপাত কাকে বলে? পরিবর্তনশীল উপাদান অনুপাত বিশিষ্ট ব্যাখ্যা করুন।৪+৮=১২

৬. স্বল্পকালে কখন একটি প্রতিযোগী ফার্ম তার উৎপাদন বন্ধ করে এবং কেন? ৫+৭=১২

৭. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে? কিভাবে একচেটিয়া বাজার অদক্ষ হয়ে উঠে ব্যাখ্যা করুন। ৩+৯=১২

৮. মুনাফার উপকরণসমূহ কি? আলোচনা করুন। ৩+১২=১২

খ-বিভাগ ঃ সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

(যে কোন ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

মান - ৪×৫=২০

৯. অর্থনীতিতে চিত্রের ব্যবহার কেন প্রয়োজন? ৫

১০. মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ প্রান্তিক উপযোগ তখন শূন্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ৫

১১. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময় বলতে কি বুঝায়? ৫

১২. গড় ব্যয় রেখা কেন 'U' আকৃতির হয়? ৫

১৩. একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে লিখুন। ৫

১৪. কার্টেল কি? উদাহরণসহ লিখুন। ৫

১৫. 'দাম নেতৃত্ব' বলতে কি বুঝায়? ৫

১৬. মজুরী কি? ইহা কত প্রকার ও কি কি? ৫